শিশু-চয়নিকা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

2286
5=360
1042
2286
STATE INSTITUTE

শিশু-চয়নিকা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত

সিটি বুক সোসাইটি
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ]   [মূল্য ২·৫০

যোগীন্দ্রনাথের প্রধান রচনাগুলিকে বলা যেতে পারে বিকল্পহীন ; অর্থাৎ এরা যা দিতে পারে, অন্য কোনো বই তা পারে না ; যদি কোনো মা-বাবা তাঁদের প্রায় অজ্ঞান শিশু-সন্তানকে মাতৃভাষায় সরল মধুর আনন্দময় প্রথম স্বাদ দিতে চান, যদি চান জাগিয়ে তুলতে তাদের কল্পনাশক্তি ও মৌলিক নীতিবোধ, যদি আকাঙ্ক্ষা করেন তাদের হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ হোক, তাহ'লে এ-সব বই-ই হবে তাদের অবলম্বন ; কেন না, অন্য কোনো বই—অন্যান্য দিক্ থেকে উত্তম হ'লেও, শিশুর পক্ষে সবগুলি শর্ত পূরণ করে না।

—বুদ্ধদেব বসু

9.3.94
7968

কোথায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের আর-একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ?

—বিদুর

শিশু-সমাজে রস-ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

....

শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতি-পরায়ণ না হইলে, তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলা দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্মিত হইত।

—সজনীকান্ত দাস

প্রকাশক ঃ—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার
সিটি বুক্ সোসাইটি,
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ—শ্রীপঞ্চানন দাস,
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা

সূচীপত্র

অঙ্কের মাষ্টার—	৪৭	ধাঁধা নয়—	৪২
অদল বদল—	৩৬	পাঠশালা—	২৫
আবার মুখোস্—	৫২	পালোয়ান—	৩১
আমি বড় হয়েছি—	২৮	প্রজাপতি—	৪৪
কাকাতুয়া—	৪৮	ফড়িংবাবুর বিয়ে—	১৮
কাজের লোক—	৪০	বনের পাখী—	৮
কি জ্বালা—	৬	বাঘ—	৫৭
কেমন মজা—	২৭	বাঘের মাসী—	১৭
কেমন হ'ত—	২০	বার মাস—	১৫
খোকার স্বপ্ন—	১২	বিড়াল ও ইঁদুর—	৩২
গাম্ভীর্য্য—	৫	বীর ফটিকচাঁদ—	৫৪
গিজ্‌দাগিজ্‌ম—	৮	বীর শিশু—	৯
ঘোড়া ঘোড়া খেলা—	৫৬	ভাই-বোন—	৭
চরণে প্রণাম—	৪৯	মজার মুল্লুক—	৬০
চিঠি-পত্র—	১১	মামার বাড়ী—	৩৩
ছেলের চিঠি—	৪৬	মায়ের চুমা—	২৬
ছোট পাখী—	৬৩	মুখোস্—	৩১
প্রার্থনা—	৫৯	যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—	৩৭
জগতের পিতা—	৬৪	সন্দেশের হিসাব—	১৬
টুনুর ঘুম—	৩৫	সাধের ঘোড়া—	১৩
তখন আর এখন—	২৯	সাবাস্—	৪৩
তা ত বটেই—	৫৩	সুখের মিলন—	৪৫
তিনটি বোন—	২১	সুখের রাজ্য—	৯
তুমি কে—	৫০	সেই ভাল—	১৪
দোলনা—	৩৯	হাতী—	৩৭

জন্ম : ১২ই কার্ত্তিক, ১২৭৩ **যোগীন্দ্রনাথ সরকার** মৃত্যু : ১২ আষাঢ়, ১৩৪৪

ওগো ! কাল-ভোলা কীর্ত্তি তোমার অচপল,
কবি ! মৃত্যুবিজয় তব কাব্য সফল ;
ঝরে কণ্ঠে পীযূষ তব নিত্যকালে ;
চির রাজ-টীকা ভায় তব দীপ্ত ভালে !

শ্রাবণ, ১৩৪৪ —রংমশাল

STATE INSTITUTE OF EDUCATION

শিশু চয়নিকা

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

গাম্ভীর্য্য

বড়-সড় হয়েছি আমি ছেড়েছি পুতুল-খেলা ;
খাবার তরে কাঁদি না আর সন্ধ্যা-সকাল বেলা !
কাপড়-চোপড় পরতে পারি বিছানা থেকে উঠে,
পাশের ঘরে যেতে পারি ঘণ্টা খানিক ছুটে।

ভাতের গরাস দিতে পারি মুখের মাঝে তুলে ;
ক, খ, গ, ঘ পড়তে পারি 'প্রথম ভাগ' খুলে।
এত বড় হয়েছি তবু কেউ মানে না কেন ;
বয়সে ছোট ব'লে আমি বড় হইনি যেন !

এ হেন অপমান আমি সইব না ক আর ;
চুপটি ক'রে থাকব বসে মুখটি ক'রে ভার !

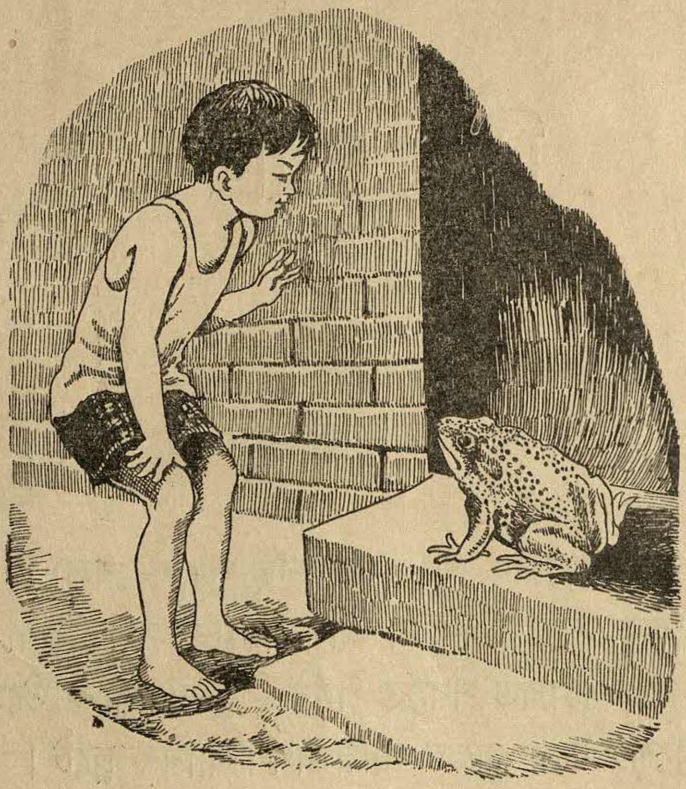

কি জ্বালা

জাঁক্ দেখাতে কোথাও বুঝি
জুট্‌ল না ক ঠাঁই ?
থপ্ থপিয়ে ব'সলে এসে
সিঁড়ির উপর তাই।

কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছ
জ্বল্‌ছে দুটো তারা ;
ভাবছ বুঝি, তোমার ভয়ে
অমনি যাবো মারা !

ভাই বোন

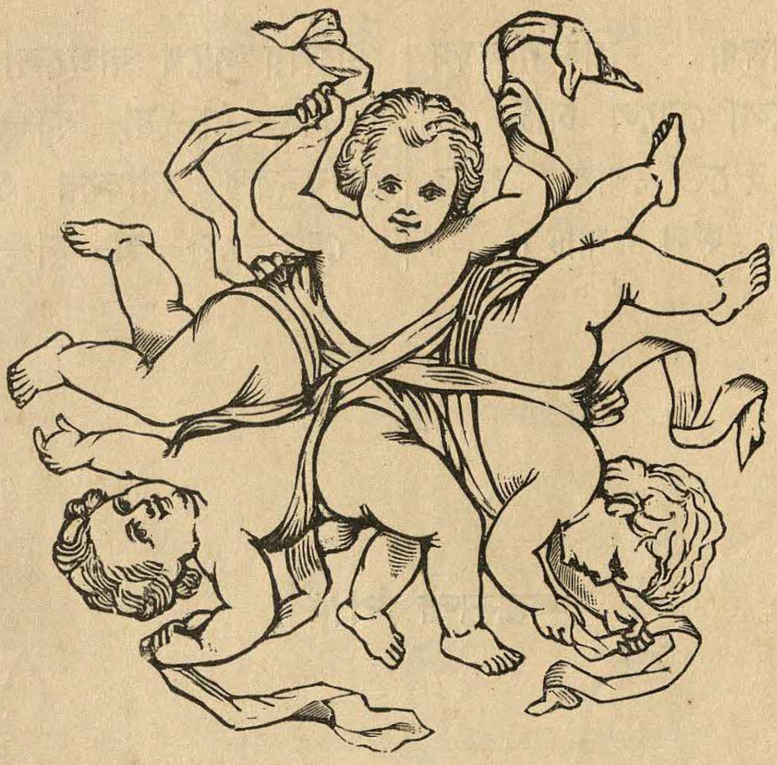

তিনটি বোন আর চারটি ভা'য়ে রয়েছি এক ঠাঁই,
সবাই মিলে সাতটি মোরা, ভুলটি তা'তে নাই !
মিলে মিশে থাকতে মোরা বড়ই ভালবাসি,
বুকে, মুখে, হাতে, পায়ে তাই ত মেশামেশি।
ভাই বোনেতে এম্নি ধারা মিলন যদি হয়,
হ'ক না কেন যতই বিপদ্, নাই ক তা'তে ভয়।
হেসে খেলে বেড়াই সদা, সুখের সীমা নাই,
ভাই বোনেতে সাতটি মোরা, গুণে দেখ ভাই।

গিজ্‌দাগিজ্‌ম

গিজ্‌দাগিজ্‌ম, গিজ্‌দাগিজ্‌ম
পড়লো ঢোলে চাঁটি,
ভোর না হ'তে খোকন বাবুর
ঘুমটা হ'ল মাটি।

ঢোলের সাথে বাজ্‌লো কাঁসি
কাঁই—না—না—কাঁ—কাঁ,
খোকনবাবু লাফিয়ে ওঠে—
হোঃ—হো—হা—হা—!

বনের পাখী

বনের পাখী ডাকাডাকি
ক'রছ কেন বনে?
সোনার খাঁচায় এস তুমি
রাখব সযতনে!

কচি কচি কোমল গায়ে
বুলিয়ে দেব হাত,
আদর ক'রে সাথে সাথে,
রাখব দিন রাত।

পাকা পাকা মিষ্ট ফল
তোমায় দেব খেতে,
সন্ধ্যাবেলা ঘরে তুলে
বিছানা দেব পেতে!

মা বলেছে, কা'রো প্রাণে
কষ্ট দিতে নাই,
বাসতে ভাল, তোমায় পাখী,
তাই ত আমি চাই!

সুখের রাজ্য

চাঁদের রাজ্য সুনীল আকাশ,
ফুলের রাজ্য বন ;
মায়ের কোলটি সুখের রাজ্য—
রাজা খোকন ধন !

বীর শিশু

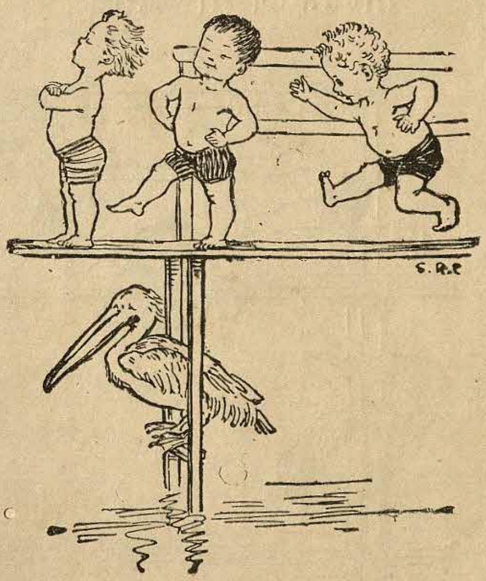

আমরা যেমন বীর শিশু,—
তেমন আর কে ?
ভয় ভাবনা কা'কে ব'লে
কিছুই জানি নে !

ও বাবা গো, ওটা কি গো ?
জন্মে কভু দেখিনি কো—
এত বড় হাঁ !
আজকে বুঝি ফেল্লে গিলে
মা—গো—মা !

পালা পালা—ছুটে পালা,
আসছে তেড়ে বাগিয়ে গলা,
ধরলে বুঝি শেষে !
কে আছিস্ ভাই, আয় না ছুটে—
বাঁচিয়ে দে না এসে !

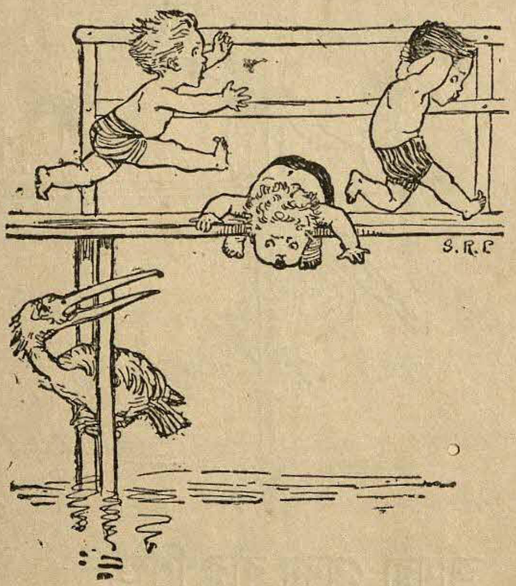

বাপ্ রে বাপ্ বিষম সাহস, সন্দেহ কি তার ;
বীর না হ'লে পাখীর ভয়ে পালায় কে বা আর !

———

চিঠি-পত্র

পত্র

বাবা, যেদিন তুমি বিদেশে যাও
একটি চুমো দিয়ে যাও,
আজ দিলে না কেন ?
সত্যি বাবা, তোমার মত,
কোথাও আমি দেখিনি ত
দুষ্টু বাবা হেন

উত্তর

মা, তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে,
জাগো পাছে চুমো দিলে,
কাঁদো পাছে বসে ;
তাই চুমিতে পারিনি, মা,
লক্ষ্মী মিনু, কর ক্ষমা,
সামান্য এ দোষে !

পত্র

বাবা, আনবে তুমি একটি পুতুল,
মাথা ভরা কোঁক্‌ড়ান চুল
রেসমি কামিজ গায় ;
মুখখানি তার হাসিভরা,
রাঙ্গা-কাপড় কুঁচিয়ে পরা,
সোনার জুতো পায় ।
আনবে তুমি হাঁড়ি-কুঁড়ি,
রেকাব গেলাস্ হাতা বেড়ি,
রাঁধবো আমি বসে,
খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেলে,
খোকাটিকে নিয়ে কোলে,
খেলাবো হরষে ।
আনবে তুমি মোটর গাড়ী,
ধোঁয়ার মাঝে চাকা নাড়ি,
চলবে কলে ছুটে ;
সেজে-গুজে দিনে রেতে,
যাবে খোকা হাওয়া খেতে,
সেই গাড়ীতে উঠে !
আনতে যদি পার এ সব,
তবেই আবার কথা কব,
তা না হ'লে আড়ি ;
দেবো না কো চুমো আমি,
দেরী ক'রেই এস তুমি
কিংবা তাড়াতাড়ি ।

উত্তর

যা বল্লে মা, ক'রবো তাই,
রাগেতে আর কাজ নাই,
ভয়েতে আমি মরি ;
খেল্‌নাগুলি নিয়ে সাথে,
ঘরে গিয়ে তোমার হাতে
দেবো ত্বরা করি ।
তাতেও যদি দুখ্‌খু তোমার
নাহি ঘুচে, ও মা,
জরিমানা কোরো আমায়
চুমার উপর চুমা !

খোকার স্বপ্ন

ঘুমিয়েছিল খোকনমণি
মায়ের কোল ঘেঁসে,
কি যেন এক স্বপ্ন দেখে
উঠল ভারি হেসে।
'দোয়াত' আর 'কলমে' যেন
চলছে হাতাহাতি,
'পেন্‌সিল' সে তেড়ে এসে
'শ্লেট'কে মারে লাথি।
বেতের 'চেয়ার' লাফিয়ে ওঠে
'টেবেল্' খানার ঘাড়ে,
'লেখার-খাতা' 'প্রথমভাগের'
ঝুঁটি ধ'রে নাড়ে!
পড়ার ঘরে বেধে গেছে
রুষ-জাপানী রণ,
আর কি খোকা থাকতে পারে
ঘুমে অচেতন?
জেগে উঠে ব'সলো খোকা,
স্বপ্ন মনে আসে,
যতই ভাবে ততই বেশী
খলখলিয়ে হাসে।

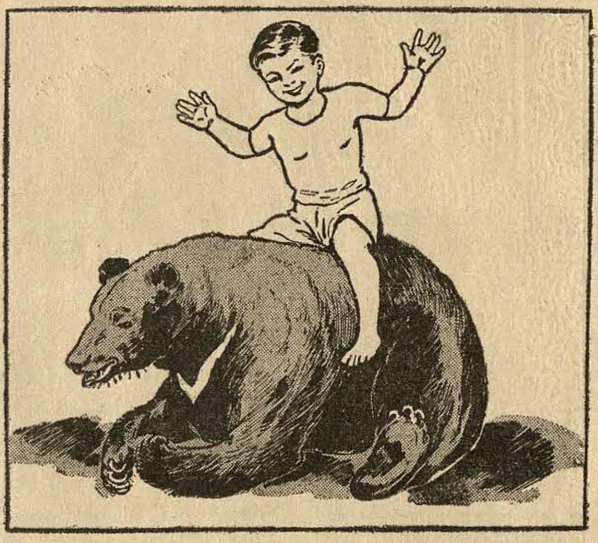

STATE INSTITUTE ... BANIPUR ... CATION

সাধের ঘোড়া

রোজ সকালে খোকনমণি
দিদির সাথে তার,
সাধের ঘোড়া চ'ড়ে সুখে।
বেড়ায় চারি ধার !

"হ্যাট্-হ্যাট্ হ্যাট্ জল্‌দি চল"
যতই খোকা বলে ;
থপ্-থপ্-থপ্ খোকার ঘোড়া
ততই নেচে চলে।

আদর পেয়ে দুষ্ট পশু
হিংসা গেছে ভুলে ;
ছুটে ছুটে খাবার খেতে
মুখটি আসে তুলে !

ভালবাসায় বনের পশু
ধরা দিতে আসে ;
শিশুর মত সরল হলে
সবাই ভালবাসে।

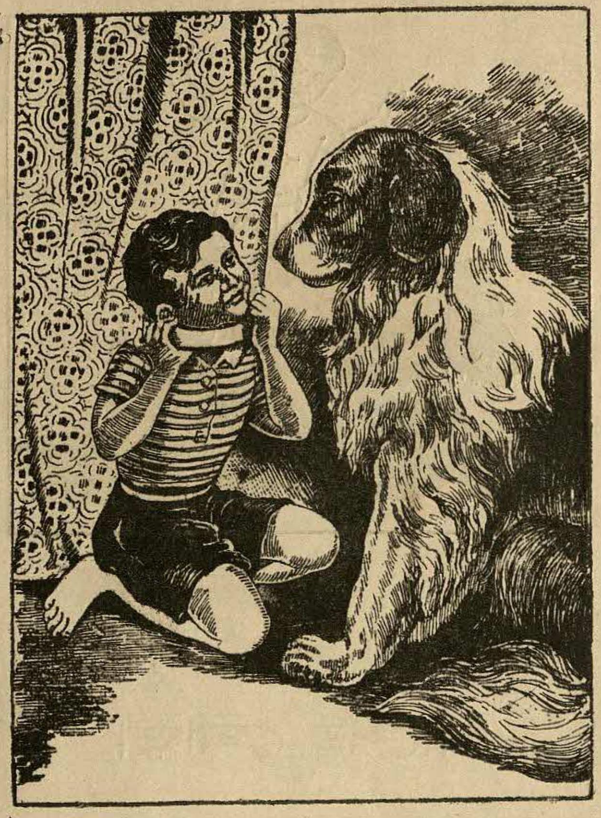

সেই ভাল

আমি যদি হ'তাম কুকুর,
তুমি হতে চারু,
ভেব না যে সুখটা বেজায়
বেড়ে যেত কারু !
তোমায় তখন প'ড়তে হ'ত
সন্ধ্যা-সকাল বেলা,
লিখতে হ'ত ক, খ, গ, ঘ,
ভুলতে হ'ত খেলা।
পাঁচ দ্বিগুণে কত হয়,
এক ডাকে না হ'লে,
রামা শ্যামা এসে তোমার
কানটা দিত ম'লে।
আর, আমায় তখন বুলতে হ'ত
বক্‌লেসটা প'রে ;
ভালবেসে ডাকত না কেউ
খাবার হাতে ক'রে !
এমন ঘরে থাকতে হ'ত—
ভূতের মতো কালো ;
তার চাইতে যেমন আছি,
তেম্নি থাকাই ভালো !

বার মাস

বৈশাখ মাসে পুষেছিনু একটি শালিখ-ছানা
জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠল তাহার ছোট্ট দু'টি ডানা।
আষাঢ় মাসে বাড়ল ক্রমে গায়ের পালকগুলি,
শ্রাবণ মাসে ফুটল মুখে দুই চারিটা বুলি।
ভাদ্র মাসে ঘুমুর কিনে দিলাম তাহার পায়,
আশ্বিন মাসে নাইয়ে দিলাম হলুদ দিয়ে গায়।
কার্ত্তিক মাসে শিখল পাখী দাঁড়ের 'পরে দোলা,
অগ্রহায়ণ মাসে এক্কেবারে হ'ল সে হরবোলা।
পৌষ মাসে থাকত খোলা খাঁচার দু'টি দ্বার,
মাঘ মাসে খেলতে যেত ইচ্ছা যথা তার।
ফাল্গুন মাসে দুষ্টবুদ্ধি জাগল তাহার মনে,
চৈত্র মাসে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল বনে।

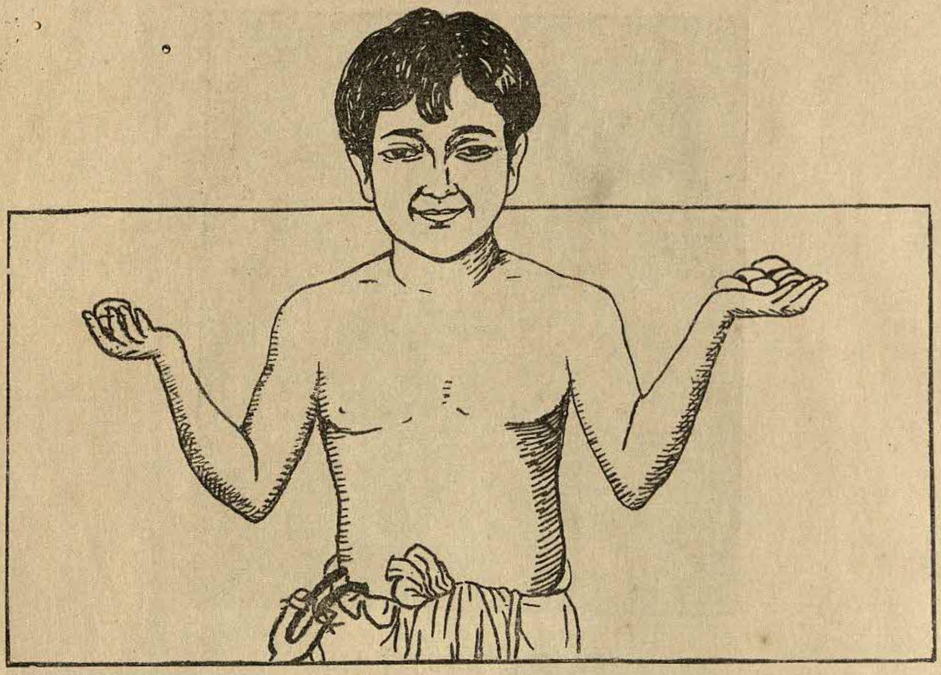

সন্দেশের হিসাব

একটি হাতে 'তিনটি' আছে,
আরেক হাতে 'ছয়,'
যোগ করিয়া খাই যদি
'নয়টি' শুধু হয়।

বিয়োগ যদি করি, মোটে
'তিনটি' হবে খাওয়া ;
ভাগ করিলে, 'দুয়ের' বেশী
যাবে না ক পাওয়া।

এখন থেকে দুইটি হাতে
যতগুলি পাবো,
সবার আগে গুণ করিয়া
তার পরেতে খাবো।

একটু মাথা ঘামিয়ে যদি
'আঠারটি' পাই,
বোকার মত কেন তবে
অল্প খেতে যাই !

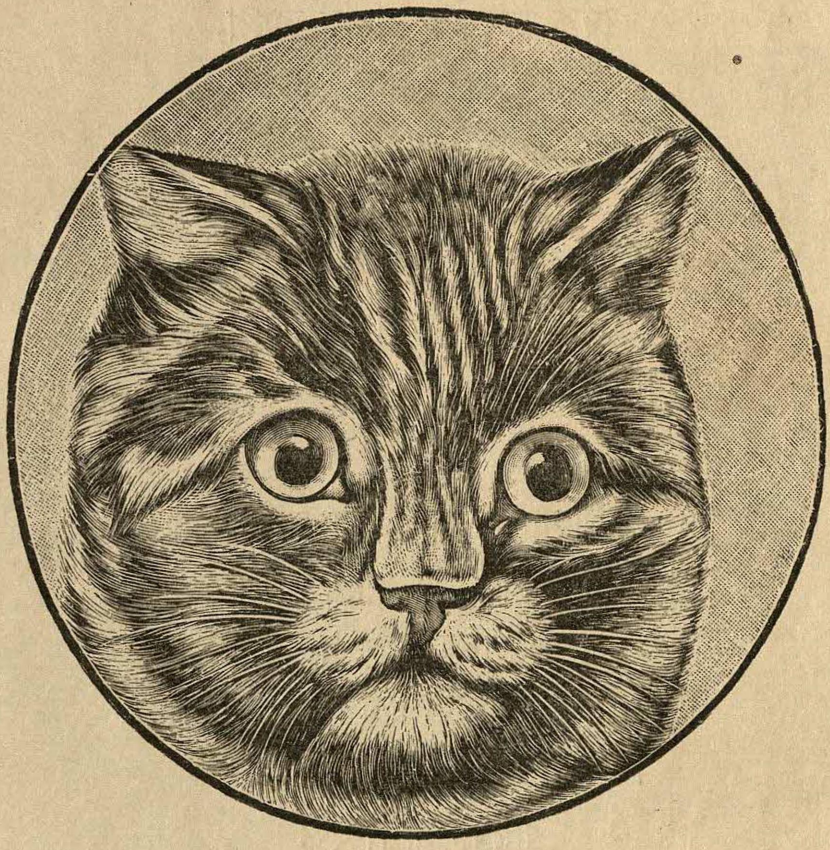

বাঘের মাসী

বিল্লিরাণী নেহাৎ তুমি
কেও কেটা নও ;
কোন্ বংশে জন্ম, সেটা
ভুলে কেন রও !

দিক্ টল্‌মল্ যাহার দাপে,
হুঙ্কারে যার বিশ্ব কাঁপে,
যমের দোসর সেই যে বাঘা,
তাহার মাসী হও!
বিল্লিরাণী, নেহাৎ তুমি
কেও-কেটা নও।

আহা, কি রূপ মরি মরি,
ঠিক যেন গো বাঘেশ্বরী!
গড়ন-পেটন ধরণ-ধারণ
কিছুতে কম নও;
বিল্লিরাণী, তুমি যে গো
বাঘের মাসী হও!

ফড়িংবাবুর বিয়ে

ফড়িংবাবুর বিয়ে!
টিক্‌টিকিতে ঢোলক বাজায়,
ধুচ্‌নী মাথায় দিয়ে!

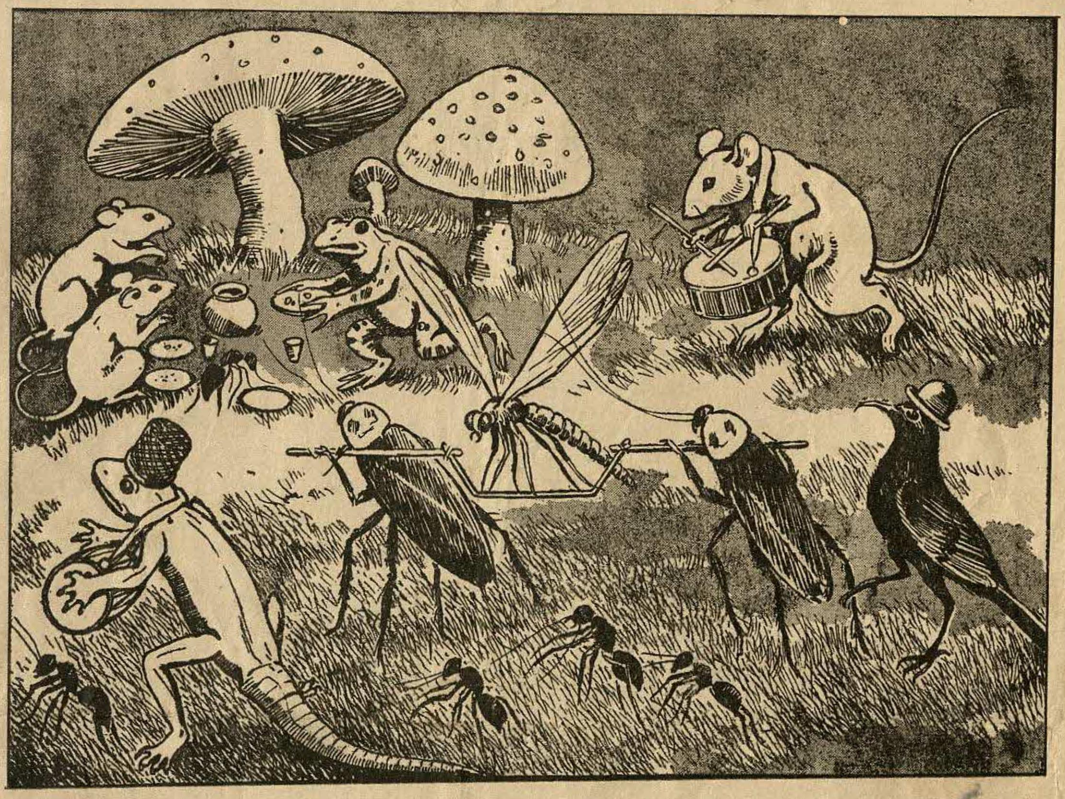

বেয়ারা হ'ল তেলাপোকা
পাল্কী কাঁধে নিয়ে !
দেখতে এল সেজে-গুজে
পিঁপ্‌ড়েরা মায়ে-ঝিয়ে।
আরে, ফড়িং বাবুর বিয়ে !

ফড়িংবাবুর বিয়ে !
ঘাসের পাতা লুচি হ'ল
ভাজা শিশির-ঘিয়ে !

দই সন্দেশ তৈয়ার হ'ল
মাটিতে জল দিয়ে !
ব্যাঙের ছাতার নীচে সবে
খেতে বসলো গিয়ে !
আরে, ফড়িং বাবুর বিয়ে !

টুনী নাচে টুপী এঁটে।
নেংটি ইঁদুর দামা পেটে
হেলিয়ে দুলিয়ে।
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে।

কেমন হ'ত !

বাঘের মুখে ঝুলতো যদি
রাম ছাগলের দাড়ি
শূয়োর যদি পাখীর মত
উড়তো ডানা নাড়ি ;
গাছের ডালে ব'সে বাঁদর
গোঁফে দিত চাড়া,

ভূতুম পেঁচা আসতো ছুটে
বাগিয়ে বিষম দাড়া ;
উৎসাহেতে ধোপার গাধা
গাইত যদি গান,
দেখে শুনে চমকে তবে
উঠতো না কার প্রাণ !

তিনটি বোন

(১)

আমরা তিনটি বোন,
আমি মেজো, দিদি বড়,
ছোটটি নোটন।

আমার একটি ভেড়া আছে,
হরিণ থাকে দিদির কাছে,
বাছুর নিয়ে খেলে সুখে
আমাদের নোটন—
আমরা তিনটি বোন।

7.3.74
7968

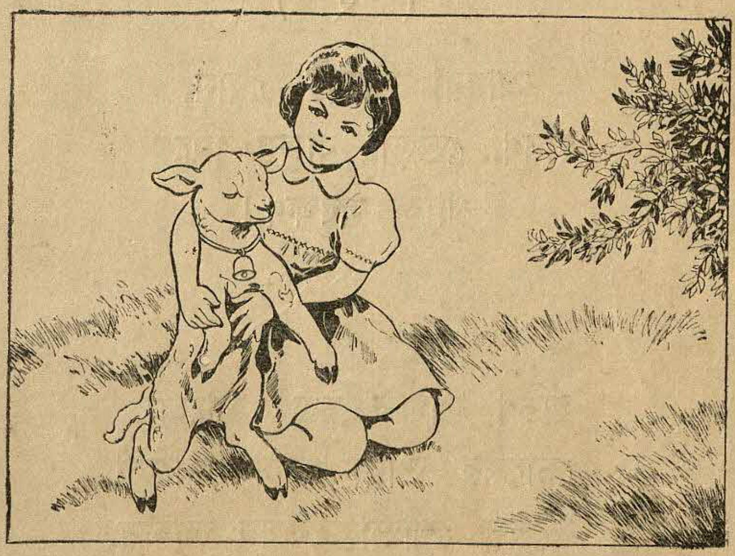

STATE INSTITU
BANIPUR

ভেড়ার যখন খিদে পায়,
আমার কাছে খাবার চায়,

আদর ক'রে ভালবেসে
খেতে দিই তখন—
আমরা তিনটি বোন।

সে আমারে ভালবাসে,
তাই ত ছুটে কাছে আসে,
কে পারে তায় আমার মত
করিতে যতন—
আমরা তিনটি বোন।

(২)

আমরা তিনটি বোন,
হরিণ, ভেড়া, বাছুর নিয়ে
থাকি সর্ব্বক্ষণ।

হরিণ আমার বড়ই ভালো,
চোখের তারা কেমন কালো,
মুখের শোভা কেমন তাহার,
কি সুন্দর গঠন—
আমরা তিনটি বোন।

আয় ব'লে যেই কাছে ডাকি,
আঁখির 'পরে রেখে আঁখি,
অমনি ছুটে কাছে এসে
দাঁড়ায় সে তখন—
আমরা তিনটি বোন।

ভালবাসি ব'লে তারে
ভালবাসে সে আমারে;
তা না হ'লে বনের পশু
হয় কি গো আপন—
আমরা তিনটি বোন।

(৩)

আমরা তিনটি বোন;
বাবা বলে, "তিনটি রাঙা
ফুলেরি মতন!"

দিদিরা সব আদর ক'রে
'নোটন' ব'লে ডাকে মোরে ;
বাছুরের নাম আমিও তাই
রেখেছি 'ঝোটন'—
আমরা তিনটি বোন।

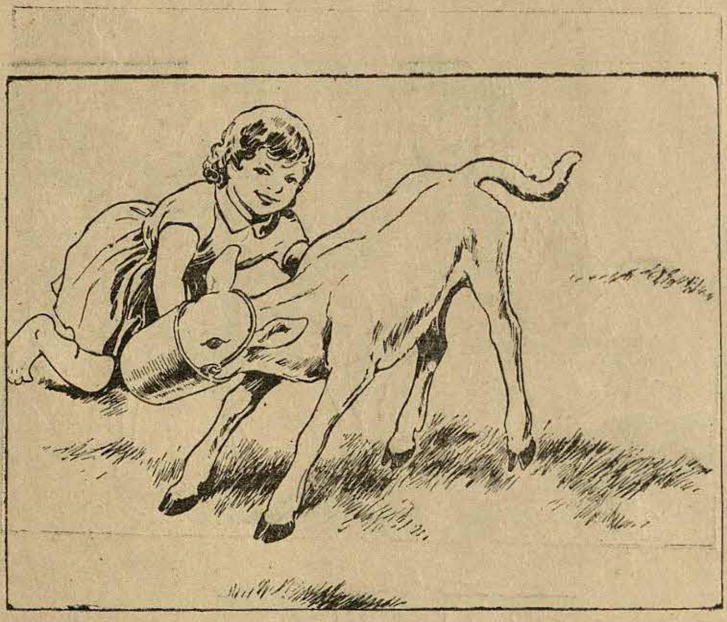

দুধের বাটি ল'য়ে হাতে
খাওয়াই তারে দুধে ভাতে ;
খেয়ে খেয়ে ঝোটন আমার
হয়েছে কেমন—
আমরা তিনটি বোন।

তোমরা যদি এমনতর
কা'কেও ভালবাসতে পার,

দেখবে তখন কেমন সুখে
কাটবে গো জীবন—
আমরা তিনটি বোন।

পাঠশালা

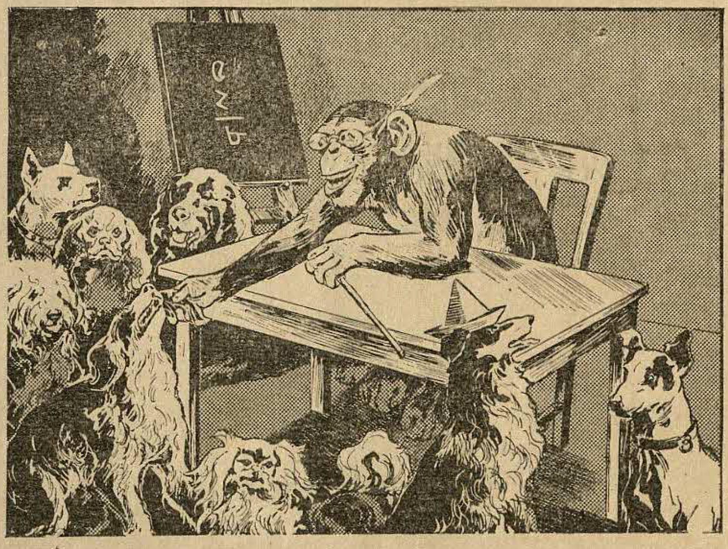

চ্যাপ্‌টা নাকে চশ্‌মা আঁটা—
গুরু মহাশয়;
কানে কলম, হাতে ছড়ি,
দেখেই লাগে ভয়!

কানটি মলা খেয়ে ম'ল
গোয়ালাদের 'গুপী';
'টেবি'র পড়া হয় নি ব'লে
মাথায় গাধার টুপি।

আর সকলে ভয়ে ভয়ে
মিটির মিটির চায় ;
কার কপালে কি যে আছে
বলা নাহি যায়।

এক গুরুতে জগৎ মাৎ—
কাঁপে পোড়োর দল ;
মুখে শুধু—'কেঁউ' 'কেঁউ',
চোখে শুধু জল।

মায়ের চুমা

ঘুমিয়ে যখন থাকি,
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে
আমার দুটি আঁখি।

হাসলে আবার চুমা ;
থাকলে জেগে, চুমা দিয়ে
বলেন, "খুকু ঘুমা।"

কাঁদলে আমি পরে,
অমনি যেন ধারার মত
হাজার চুমা ঝরে।

মায়ের মুখের ছড়া,
তাও যেন ঠিক চুমার মত
সুধা দিয়ে গড়া।

নাইকো চুমার শেষ,
চুম্-চুমা-চুম্ চুম্-চুমা-চুম্,
চলছে মজা বেশ।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION BANIPUR

কেমন মজা

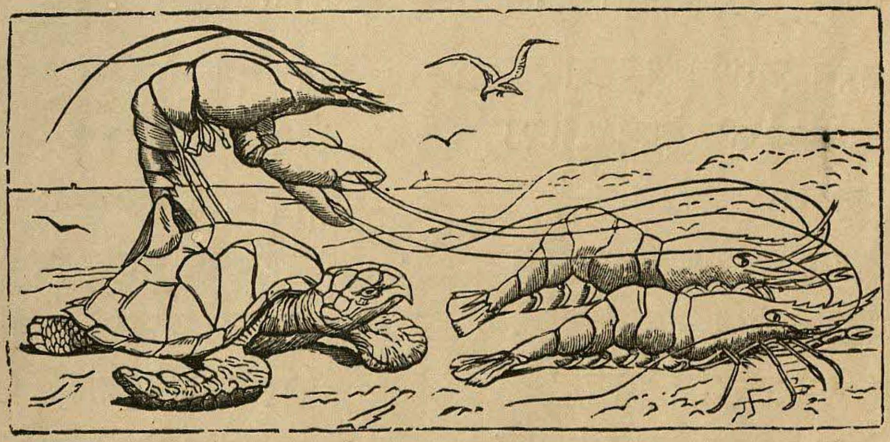

হা হা হা, কেমন মজা, যেমন গাড়ী তেমনি রাজা, তেমনি ঘোড়া দু'টি,
গড়্গড়িয়ে আসছে যেন পবন-বেগে ছুটি'।

আমি বড় হয়েছি

এখন আমি বড় হয়েছি !
'আঙ্ক' 'আস্ক' 'ঐক্য' 'বাক্য'
'কুবাক্য' শিখেছি—
এখন আমি বড় হয়েছি !
দুধকে আমি 'দুগ্ধ' বলি,
ঘুমকে বলি 'নিদ্রা,'
ভাইকে ডেকে 'ভ্রাতা' বলি,
হলুদকে 'হরিদ্রা'।
আম জাম পাক্‌লে বলি—
হ'ল 'পরিপক্ক',
মাথার নাম 'মস্তক', আর
বুকের নাম 'বক্ষ'।
এম্‌নিধারা বড় কথা
অনেক শিখেছি ;
এখন আমি বড় হয়েছি।

—০—

তখন আর এখন

তখন যদি দেখতে আমায়, উঠতে ভয়ে ঘেমে,
শুনলে হাঁকার, ভূমিকম্পের কম্প যেত থেমে !
সেদিন আর নাই কো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
দশজনারে দেখছো যেমন, আমিও এখন তাই।

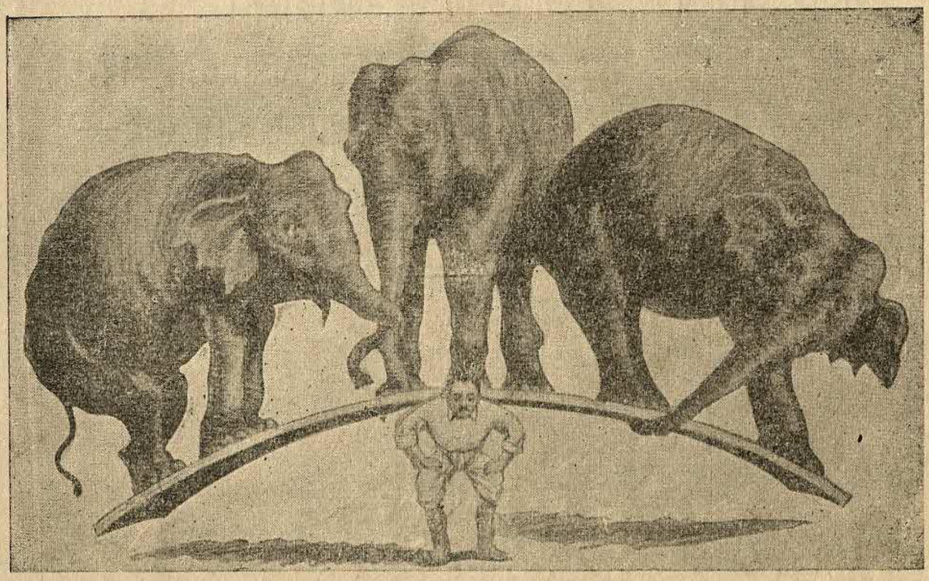

মনে পড়ে, রাজবাড়ীতে হ'লে প্রয়োজন,
পিঁপ্‌ড়ের দুধ এনে দিতাম আশী হাজার মণ।
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
ভাবতে গেলে সে সব কথা বড়ই ব্যথা পাই।

STATE INSTITU
MANIPUR

মনে পড়ে, দুইটি বেলা দাঁড়িয়ে বাড়ীর কাছে,
খড়্‌কে-কাঠির কাজ সেরেছি আস্ত তালের গাছে !
সে দিন আর নাই কো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
তালের গাছে খড়্‌কে-খোঁটার দিন গিয়াছে ভাই।

হাতী নিয়ে লোফালুফি ছিল আমার কাজ,
সবাই আমায় ডাকতো তখন মল্ল-মহারাজ।
সেদিন আর নাই কো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
তিনটি হাতীর ভারেই এখন হাঁপিয়ে মারা যাই !

———

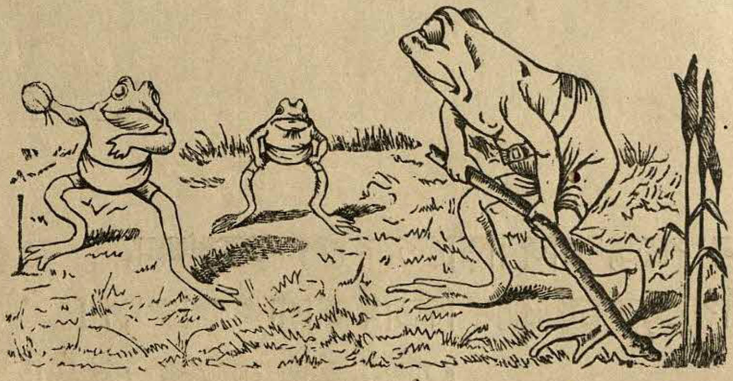

ও ভাই, পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা, বল্‌টা লেগে ভাঙবে পা, থাকিস যদি কাছে,
এমন মজার ক্রিকেট্‌-খেলা কে বা দেখিয়াছে ?

মুখোস্

নীল গগনে চাঁদের হাসি জগৎ আলো করে,
তার সে হাসি ঢাকতে কি চাঁদ মুখোস্ কভু পরে ?

বনে বনে অযুত গোলাপ ফুটে যখন থাকে,
কেউ কি তাদের মধুর হাসি মুখোস্ দিয়ে ঢাকে ?

ভোর না হতে সোনার ঊষা মাতিয়ে তোলে ধরা,
কে দেখেছে তার সে মুখে এমনি মুখোস্ পরা ?

চাঁদের মত, ফুলের মত, ঊষার মত আলো
মুখোস্ দিয়ে ঢাকলে, খোকা, দেখায় কি সে ভাল ?

দাও ফেলে ভাই মুখোস্, মুখে উঠুক ফুটে হাসি,
ঐ হাসিতে ডুবে মোরা সুখ-সাগরে ভাসি।

পালোয়ান

ফটিকচাঁদ বাবু
শীতে খান সাবু,
গরমেতে ঘোল ;
বছর ভরে রোজ দু'বেলা
গাঁদালের ঝোল !

এই বড় জোয়ান !
বেজায় পালোয়ান !
কাঠির মত শক্ত ;
ঘুসির চোটে ঠিক্‌রে ওঠে
ছারপোকার রক্ত !

বিড়াল ও ইঁদুর

বিড়াল। ইঁদুর ভায়া, ইঁদুর ভায়া, ঘরে আছ হে ?
ইঁদুর। রাত্তিরেতে ডাকাডাকি ক'রছ তুমি, কে ?
বিড়াল। ভালবাসার বন্ধু আমি তোমার আপন জন,
প্রাণের টানে শুধু আমার হেথায় আগমন।

ইঁদুর। ও হো হো, বন্ধু বটে ! সাম্‌নে আছিস কে ?
ঘাড় ভাঙ্গতে যম এসেছে, দরজা এঁটে দে !
বিড়াল। ছি-ছি-ছি ! ছি-ছি-ছি ! এই কি উচিত কাজ ?
অপমানের বোঝা ল'য়ে ফিরবো আমি আজ !
ইঁদুর। আর কেন রে জ্বালাস মিছে, যা না যেথা খুসী,
তোর চালাকি বুঝতে বাকি নাইরে দুষ্ট পুসি !
মুখটিরে তোর সুধা ঢালে, মনটি বিষের জ্বালা,
বাঁচতে যদি সাধ থাকে ত প্রাণটি নিয়ে পালা !

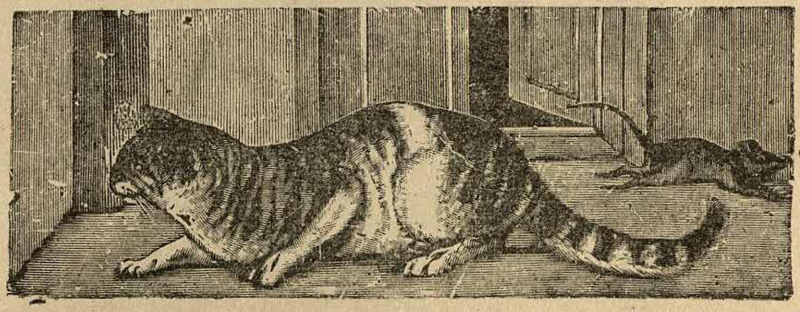

মামার বাড়ী

মোরা যাচ্ছি মামার বাড়ী,
চড়ে' তিনটি চাকার গাড়ী ;
সাম্‌নে থেকে সর,—
তোরা, পালা যে যার ঘর !

দাঁড়িয়ে কেন পথটা জুড়ে,
ন'ড়তে নারিস এম্‌নি কুঁড়ে,
নাই কো কি রে ডর ?—
তোরা সাম্‌নে থেকে সর !

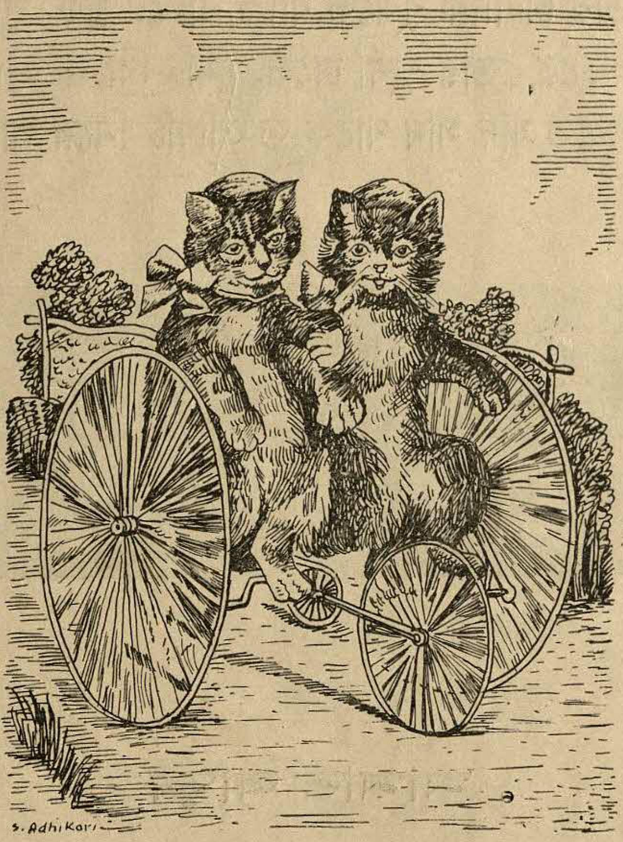

ঢের বেড়েছে বুকের পাটা,
চাকার তলে প'ড়বি কাটা,
লুটবি ধূলির 'পর ;—
তোরা, সাম্‌নে থেকে সর !

গড়্-গড়্-গড়্ ছুটল চাকা,
দায় হ'ল যে সাম্‌লে রাখা,
মরবি তবে মর!
না হয়, সাম্‌নে থেকে সর!

টুনুর ঘুম

টুনু যেন কি!
সকাল হলো, তবু
ঘুম ভাঙ্গে নি!
"ও টুনু, টুনু, উঠবি নে,
খেলার ঘরে ছুটবি নে?"

জাগিল পাখী;
আসিতে ঘরে রোদ
নাহিক বাকি।
"ও টুনু টুনু ওঠ্ না রে,
ছুট্-ছুট্-ছুট্ ছোট্ না রে!"

বাড়িছে বেলা;
কখন্ হবে সুরু
মোদের খেলা!
"ও টুনু, টুনু, চল্ না, ভাই,
তা ধিনা ধিন্ নাচতে যাই!"

অদল-বদল

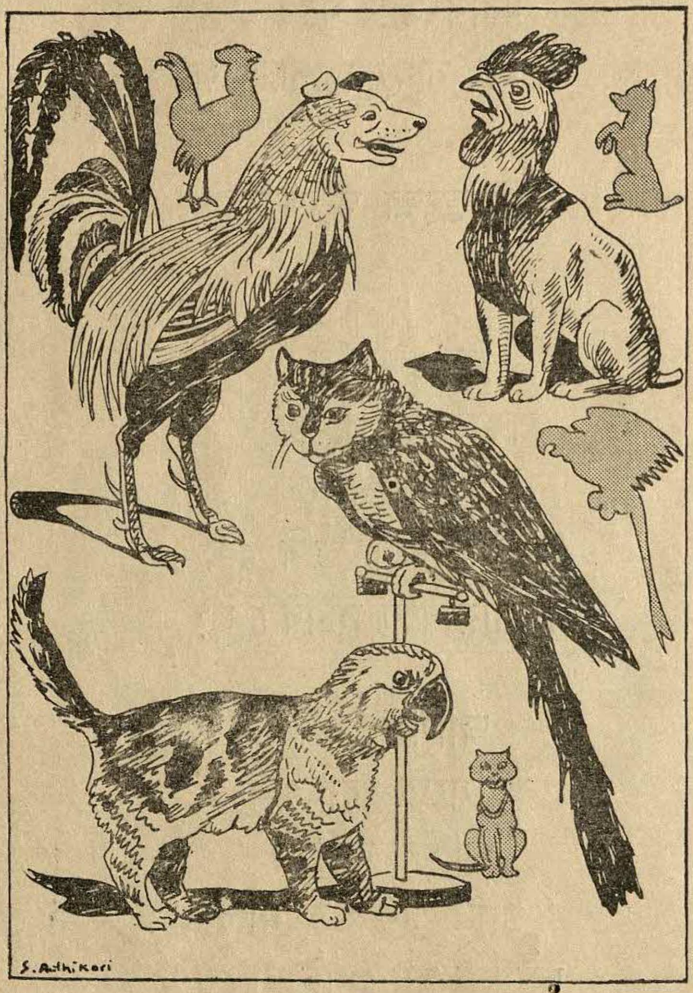

কুকুর ডাকে, "কু—ক্কু—কু—"
বাগিয়ে রাঙা ঝুঁটি,
মোরগ ডাকে, "ভৌ—ভৌ"
ভোরের বেলা উঠি ;

বেড়াল ডাকে, "কঁ্যা—কঁ্যা—"
টিয়া ডাকে, "মেউ—"
এ শুনে কি হাসি চেপে
রাখতে পারে কেউ !

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

এক যে ছিল মুট্‌কি বেড়াল, নামটা ছিল 'হুনো',
কাজের মধ্যে আঁচড়্ কামড়্ এমনি সেটা বুনো !
আশ-পাশেতে অন্য বেড়াল দেখতে যদি পেতো,
দাঁত খিঁচিয়ে অমনি তারে কামড়াতে সে যেতো।
আজ সকালে ঘটলো যে তাই, বড়ই মজা ভাই,
সেই কথাটা যতই ভাবি, হেসেই মারা যাই।
হয়েছে কি,—আর্‌শি 'পরে নিজের মূর্ত্তি দেখে,
ভাবলে হুনো, অন্য বেড়াল এলো কোথা থেকে ?
এই না ভেবে, রাগের চোটে, উঠলো পুষি ফুলে,
কামড়াতে তায় গেল ছুটে, লেজটা সোজা তুলে !
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ঘটলো হাতে হাত,
আর্‌শি খানার আঘাত লেগে ভাঙ্গলো দুটো দাঁত !
তোমরা তো ভাই গল্প শুনে বেজায় হ'লে খুসি,
ওদিকে যে দাঁতের জ্বালায় কাঁদছে ব'সে পুষি !

হাতী

হস্তী মশাই, হস্তী মশাই,
কিসের এত রাগ ?
দেয়নি বুঝি হস্তিনী আজ
খাবার সমান ভাগ !

তাইতে কি গো এমন ক'রে
দাঁড়িয়ে আছ মানের ভরে ?

STATE INSTITUTE ★ BANIPUR ★

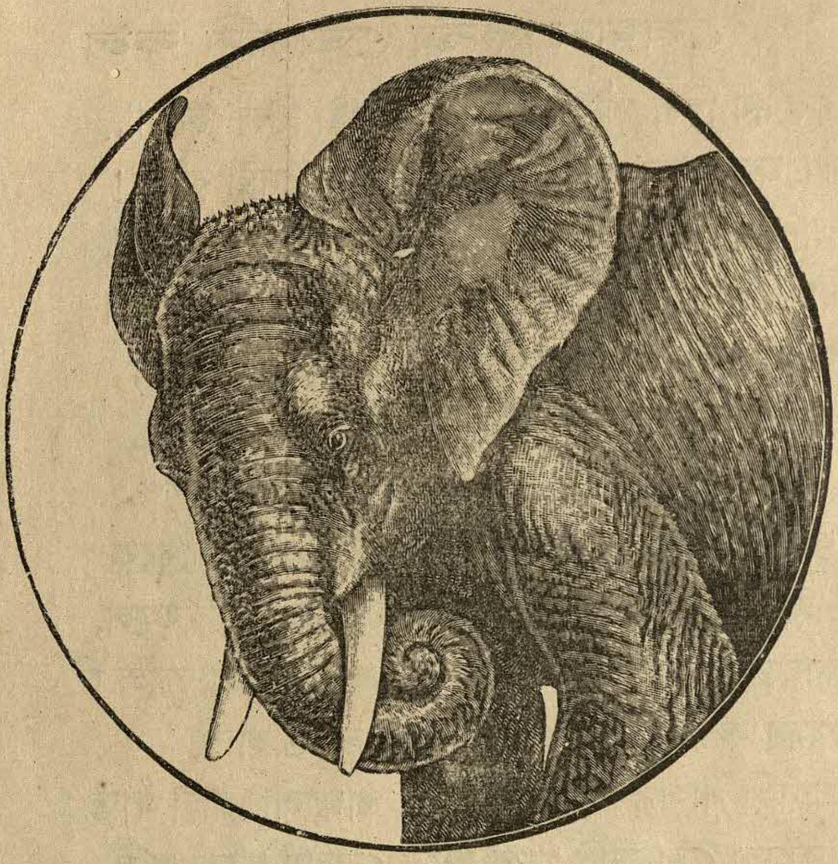

বুক ফেটে জল আসছে চোখে,
মানছে না ক বাগ !
হস্তী মশাই, হস্তী মশাই,
কিসের এত রাগ ?

নাই বা গেলে তাহার কাছে,
সারাটা বন প'ড়ে আছে,—
সাবাড় করো গোড়া থেকে
গাছের অগ্রভাগ !
হস্তী মশাই, হস্তী মশাই,
কিসের এত রাগ ?

দোলনা

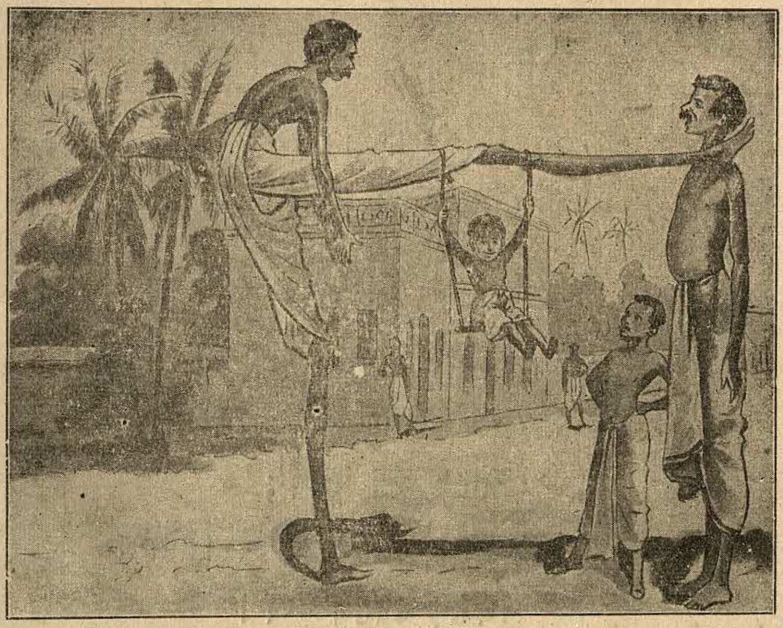

আমি দুলতে যখন চাই,
ঘোষ-পাড়াতে যাই,
ঠেংটা উঁচু ক'রে দাড়ায়
বংশী মুদীর ভাই।

এই ঘাড়ে যাহার চাপ,
এ নন্দঘোষের বাপ ;
দুইটিতে যে যমজ এরা
সন্দেহ তার নাই !

কাজের ছেলে

"দাদ্‌খানি চাল, মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম-ভরা কৈ।"

"পথে হেঁটে চলি, মনে মনে বলি,
পাছে হয় ভুল ;
ভুল যদি হয়, মা তবে নিশ্চয়
ছিঁড়ে দেবে চুল।

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম-ভরা কৈ।

"বাহবা বাহবা—ভোলা ভূতো হাবা
খেলিছে ত বেশ!
দেখিব খেলাতে, কে হারে কে জেতে
কেনা হ'লে শেষ।

"দাদ্‌খানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনি-পাতা দৈ,
ডিম-ভরা বেল, দু'টা পাকা তেল,
সরিষার কৈ।

"ওই ত ওখানে ঘুড়ি ধ'রে টানে,
ঘোষেদের ননী;
আমি যদি পাই, তা হ'লে উড়াই,
আকাশে এখনি!

"দাদ্‌খানি তেল, ডিম-ভরা বেল,
দু'টা পাকা দৈ,
সরিষার চাল, চিনি-পাতা ডাল,
মুসুরির কৈ!

"এসেছি দোকানে—কিনি এইখানে,
যত কিছু পাই;
মা যাহা বলেছে, ঠিক মনে আছে,
তা'তে ভুল নাই!

"দাদ্‌খানি বেল, মুসুরির তেল
সরিষার কৈ,
চিনি-পাতা চাল, দু'টা পাকা, ডাল,
ডিম-ভরা দৈ!"

ধাঁধা নয়

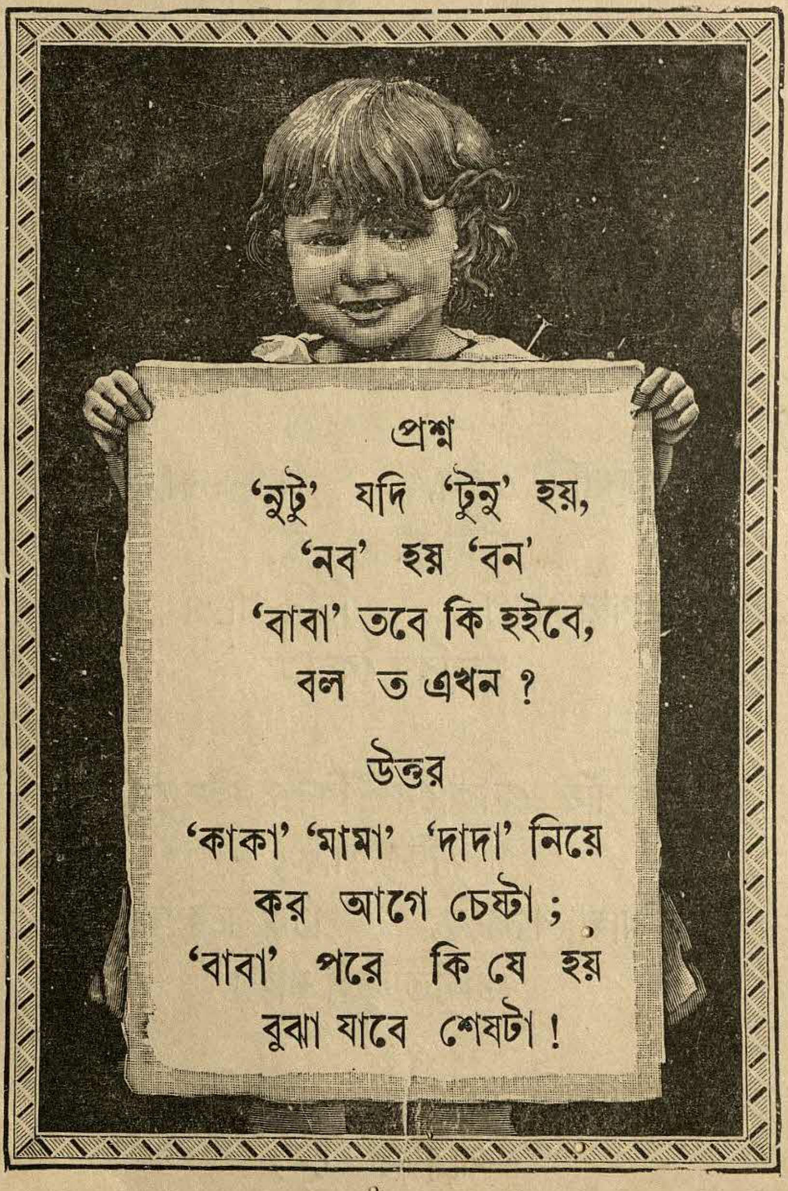
প্রশ্ন
'নুটু' যদি 'টুনু' হয়,
'নব' হয় 'বন'
'বাবা' তবে কি হইবে,
বল ত এখন ?
উত্তর
'কাকা' 'মামা' 'দাদা' নিয়ে
কর আগে চেষ্টা ;
'বাবা' পরে কি যে হয়
বুঝা যাবে শেষটা !

সাবাস্

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

যেমন তেমন নইকো আমি
বাবুর মত বাবু,
এক চুমুকে খেয়ে ফেলি
সাড়ে তিনপো সাবু,
গঙ্গাফড়িং দেখলে পরে
অমনি ভয়ে কাবু!

কেউ-কেটা নইকো আমি
বীরের মত বীর,
একটি হাতে রামের ধনু
আর এক হাতে তীর,
মারলে তেগে কচুর পাতা
একেবারে চৌচির!

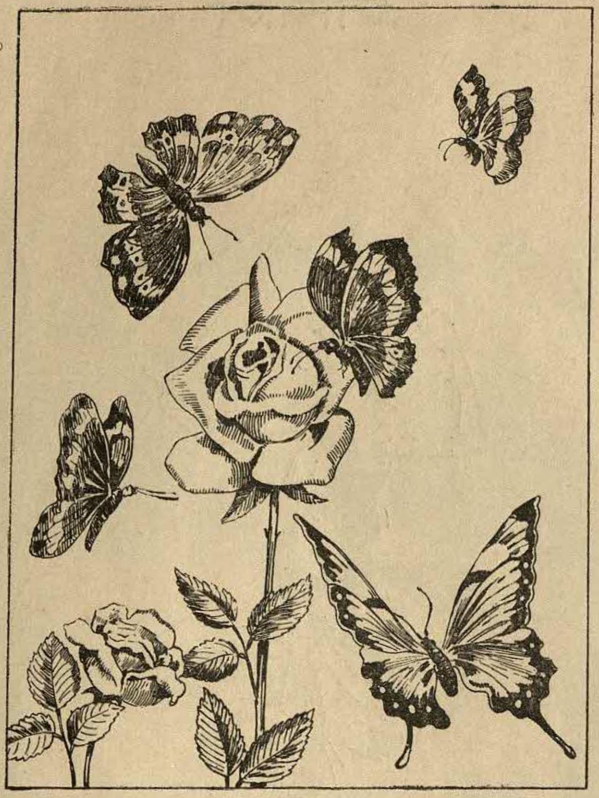

প্রজাপতি

ফুলের দলে প্রজাপতি
হাসির 'পরে হাসি !
এমন শোভা দেখতে আমি
বড়ই ভালবাসি !

উড়ে উড়ে কেমন তারা
বেড়ায় নেচে নেচে ;
ইন্দ্রধনু দিয়ে পাখা,
জান, কে এঁকেছে ?

যাঁর দয়াতে গোলাপ ফোটে—
লোহিত বরণ মাখা,
যাঁর দয়াতে হাসির ছটায়
শিশুর আনন ঢাকা।

রবি-শশী ফুটিয়ে জগৎ
আলো করেন যিনি ;
প্রজাপতির পাখায় হেন
সাজ দিয়াছেন তিনি !

সুখের মিলন

[পাখী ও বালিকা]

বালিকা—খাঁচায় বেঁধে এমন ক'রে
রাখব না আর পাখী তোরে,
কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে
প্রাণটা ফেটে যায় ;
যা উড়ে যা, বনের পাখী,
মনটা যেথা চায় !

পাখী—ভালবাসায় দিছি ধরা,
প্রাণটা আমার সুখে ভরা,
এমন কচি হাতের পরশ
আর কোথা বা মেলে ?
কিসের আশায় যাব রে ভাই
এতটা সুখ ফেলে !

বালিকা—স্বাধীনভাবে আপন মনে,
ফিরগে যা তুই বনে বনে !
হরষ-রবে আকাশ পাতাল
ফেলগে যা রে ছেয়ে ;
নূতন জীবন মিলবে সেথা,
নূতন আহার পেয়ে !

পাখী—বনটা অতি সুখের বটে,
সলিল আছে নদীর তটে.
তরুর শাখে মধুর রসাল
ঝুলছে কত ফল ;
কিন্তু এত আদর যতন
ক'রবে কে বা বল ?

বালিকা—ভালবাসা চাস্ যদি রে,
মাঝে মাঝে আসিস্ ফিরে,
মেলিয়ে পাখা নৃত্য ক'রে
বসিস্ কাছে এসে ;
সুখের সাথী মিলবে পাখী,
উড়ে যা তোর দেশে।

পাখী—সুখের সাথী চাই না রে ভাই
স্বাধীনতার মুখেতে ছাই,
খাঁচায় ব'সে মনের সুখে
কাটুক দিবস যামি ;
এমন মুখটি ছেড়ে যেতে
পারব না ভাই আমি !

ছেলের চিঠি

বাবা—

কালকে ছিল সোনা ব্যাঙের বিয়ে,
গাঁয়ের যত বরযাত্রী নিয়ে,
নৌকা চ'ড়ে হলেম নদী পার—
এমন নৌকা দেখিনি ক আর !

লাগাম টেনে চালিয়ে যেতে হয়,
চাবুকটাও না লাগালেই নয়।
নৌকার গুণ কি কব বিশেষ,
জলেও ভাসে, পায়েও হাঁটে বেশ !

লিখতে নারি বিয়ে বাড়ীর জাঁক,
খাওয়ার কথা শুনে লাগবে তাক্ !
কেঁচোর ঘণ্ট, বাঁক্‌ড়া-বিছের ঝোল,
বোল্‌তা ভাজা, টিক্‌টিকির অম্বল।
ফড়িং সিদ্ধ আরসুল্লার রসে,
ছুঁচোর পিত্তি চাম্‌চিকার পায়সে।

পিঁপ্‌ড়ে, মশা, শামুক, গেঁড়ি, বিছু,
কেন্ন, মাছি—বাদ যায়নি কিছু !
এমন খাওয়া খাইনি কভু আর
শেষে যখন নদী হ'য়ে পার—
ফিরে এলাম সবাই এক সাথ,
বেলা তখন প্রায় দুপুর রাত !

স্নেহের
কট্‌কটে

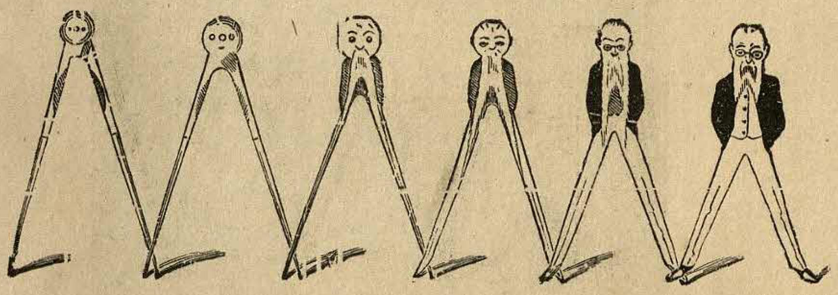

অঙ্কের মাষ্টার

আগে ছিল কম্পাস্—ঠ্যাং দুটি সরু,
ক্রমে তায় দেখা দিল নাক, চোখ, ভুরু।
পরে যেন কালপেঁচা ভাবনায় ভোর,
তার পর বুড়ো এক—বয়সে সত্তর।
নেড়া মাথা, গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি-অবতার
ঠিক যেন আমাদের অঙ্কের মাষ্টার।

কাকাতুয়া

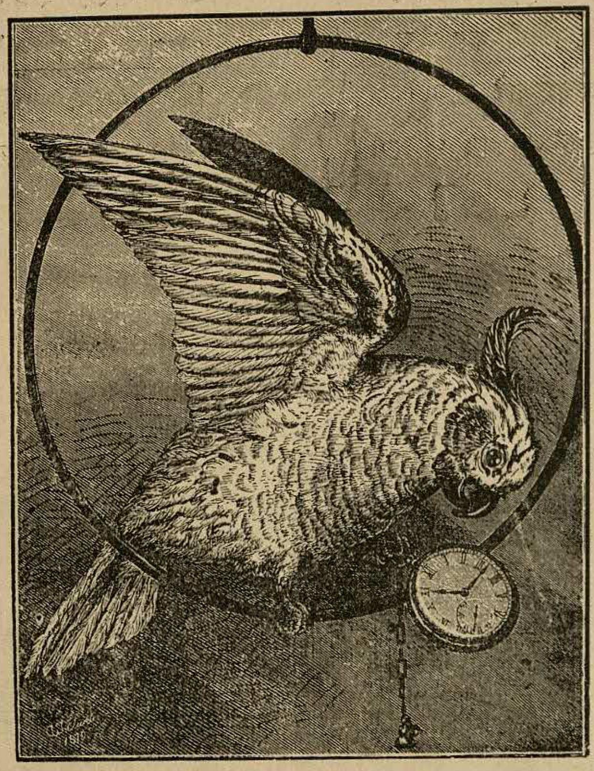

কাকাতুয়া কাকাতুয়া, আমার যাদুমণি,
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি ?

বলিছে সোনার ঘড়ি, "টিক্-টিক্-টিক্,
যা কিছু করিতে আছে, ক'রে ফেল ঠিক।
সময় চলিয়া যায়—
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শত ধিক্ !"
বলিছে সোনার ঘড়ি, "টিক্-টিক্-টিক্ !"

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুধন,
অন্য কোন কথা ঘড়ি, বলে কি কখন ?

মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, "টঙ্-টঙ্-টঙ্,
মানুষ হইয়ে যেন হয়ো না ক সঙ্ !
ফিট্‌ফিটে বাবু হ'লে
ভেবেছ কি ল'বে কোলে ?
পলাশে কে ভালবাসে দেখে রাঙা রঙ্ ।"
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, "টঙ্-টঙ্-টঙ্ !"

চরণে প্রণাম

"ছোট পাখী, ছোট পাখী, বল গো আমায়,
এত মিষ্ট গান তুমি শিখিলে কোথায় ?"
"যাঁহার কৃপাতে, ভাই, লভিয়াছি প্রাণ,
ক্ষুদ্র এই কণ্ঠে তিনি দিয়াছেন গান !"

"রাঙা ফুল, রাঙা ফুল, বল দেখি মোরে,
কে দিয়াছে এত হাসি কচিমুখ ভ'রে ?"
"জল-স্থল সব, ভাই, রচেছেন যিনি,
আমার এ মুখে হাসি দিয়াছেন তিনি ।"

"খুকুরাণী, খুকুরাণী, অন্ধকার রাতে
একেলা ঘুমায়ে কি গো থাকো বিছানাতে ?"
"না থাকি একেলা, ভাই, জগৎ-জননী
আমার শিয়রে বসি' থাকেন আপনি !"

"ফুল, পাখী, খুকুরাণি তোমরা সকলে
কত ভাল কথা আজ আমারে শুনালে
সকলের প্রতি এত ভালবাসা যাঁর,
চরণে তাঁহার কোটি প্রণাম আমার !"

তুমি কে

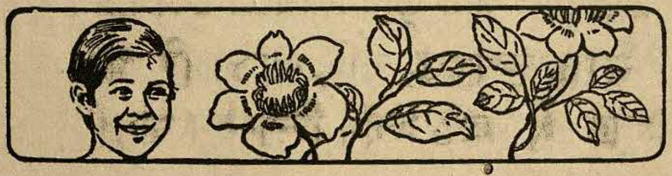

খোকন, ফুলের তুমি কে ?
দেখছি যেন তেমন হাসি
তোমার হাসিতে !
খোকন, ফুলের তুমি কে ?

খোকন, পাখীর তুমি কে ?
শুনছি যেন সেই কাকলি
তোমার বুলিতে !
খোকন, পাখীর তুমি কে ?

খোকন, চাঁদের তুমি কে ?
মুখটি যেন তেমনি উজল
সুধার রাশিতে !
খোকন, চাঁদের তুমি কে ?

খোকন, মায়ের তুমি কে ?
বুক-জুড়ানো ধনটি এমন
আর ত দেখিনে !
খোকন, মায়ের তুমি কে ?

ওগো, এত টুকুন ছেলে !
এমনতর পাগল-করা
মূর্ত্তি কোথা পেলে ?
ওগো, এত টুকুন ছেলে !

———

আবার মুখোস্

লুকাতে আর হবে না, খোকন, তোমায় গেছে চেনা,
মুখোস্ দিয়ে ঢাকবে হাসি সাধ্যি কি আছে ?
হুতুম্ পেঁচা এলে পরে, পরিও মুখোস্ তারে ধ'রে,
পারিও মুখোস্ 'ভোঁদা' এসে দাড়ালে কাছে।

তোমার ত ভাই মুখোস্ পরা মানায় না ক ভাল !
চাঁদের মত বিমল হাসি, খেলছে মুখে রাশি রাশি,
মুখোস্ দিয়ে ঢাকবে কেন ঐ স্বরগের আলো।
চাঁদমুখে ত মুখোস্ পরা মানায় না ক ভাল।

হাসতে যারা জানে না ভাই, মুখোস্ পরুক্ তারা।
কথায় কথায় রাগের ভরে, শুধুই যারা গুম্‌রে মরে,
রাত্তির দিন ঝরছে যাদের অভিমানের ধারা।
ঢাকুক্ পেঁচা-মুখটি তাদের মুখোস্ প'রে তারা।

দাও ফেলে ভাই মুখোস্, মুখে উঠুক ফুটে হাসি,
ছড়িয়ে পড়ুক রূপের ভাতি, আঁধার প্রাণে জ্বলুক বাতি,
হাসির মাঝে ডুবে মোরা সুখ-সাগরে ভাসি ;
মুখোস্ দিয়ে ঢেকো না ভাই, সোনামুখের হাসি।

তা ত বটেই

পূজার কাপড় সবাই পেলে,
পূজার জুতো, জামা ;
আমার তরে কি কাপড় এ
আনলে কিনে মামা ?

এই দেখ না টেনে-টুনে
যেমন করেই পরি,
কোঁচায় নাই এক রত্তি—
কাছার ভারেই মরি !

কাপড় খানায় আরো দেখ
কত রকম ভুল ;
পাশের চেয়ে লম্বে ছোট
উপর দিকে ঝুল !

এ ছাই কাপড় চাই না মামা,
নই ত আমি কাণা—
মুখেই শুধু আদর তোমার
সব গিয়াছে জানা !

ঠিক বটে ত ! দুঃখে নলু
কাঁদবে না ত কি !
যেমন মামা, উচিত সাজা
গরম ভাতে ঘি !

বীর ফতিকচাঁদ

এখন, আসে যদি বাঘ,
আমার বড্ড হ'বে রাগ !
অমি বন্দুকটা ধ'রে
গুড়ুম ক'রে,
পাঠাবো যমের ঘরে।

এখন, এলে পরে হাতী,
ক'সে লাগাবো তিন লাথি।
যদি তাতেও না ফেরে,
এক্কেবারে
ফেলবো তারে মেরে।

আর সিংহ কাছে এলে,
বাঘ টাঘ সব ফেলে
আগেই মারবো তাকে।
আমার রাগে,
দেখি, কার প্রাণ থাকে !

এই বন্দুকের কাছে কারো
নাহিক নিস্তার,
এক দিক্ থেকে পশু মেরে
ক'রবো ছারখার ।

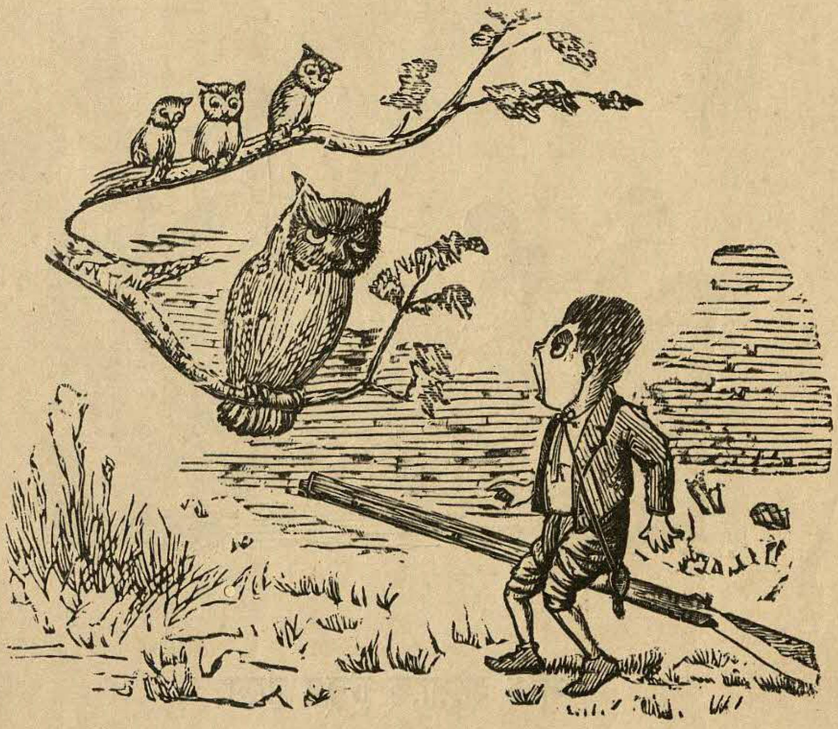

ও—মা—আ—আ—আ—।—।—।—
আর শিকার ক'রবো—না—আ—আ—।—।—

ঘোড়া ঘোড়া খেলা

তোরা দেখবি যদি আয়,
তোরা দেখবি যদি আয়,
সখের ঘোড়া নেচে নেছে
পবন-বেগে ধায়।

সাধ হয়েছে টুনুর মনে,
খেলবে ঘোড়া দাদার সনে
ছুটবে কেমন বাহার দিয়ে,
আমোদ কত তায়—
তোরা দেখবি যদি আয়!

তোরা দেখবি যদি আয়,
তোরা দেখবি যদি আয় ;
সইস্ হ'য়ে সাধের 'বুলি'
পিছু পিছু ধায় !

তিনটি ঘোড়া নূতন ঠাটে
খট্ খটা-খট্ ছুটছে মাঠে,
হাতের জোরে লাগাম টেনে
সাম্‌লে রাখা দায়—
তোরা দেখবি যদি আয়।

বাঘ

লম্বাটে ছাঁদ, মস্ত মাথা,
গঠন পরিপাটি,
কাল কাল ডোরায় ভরা
হলুদ বরণ গা-টি।

থাবায় শোভে ধারাল নখ,
দাঁতে ক্ষুরের ধার ;
চলন-ফেরন একেবারে
বাদশাহী কায়দার !

এই দেশেতে নানা স্থানে
করেন এঁরা বাস ;
গরু, ভেড়া টাট্‌কা-পচা—
সবই করেন গ্রাস।

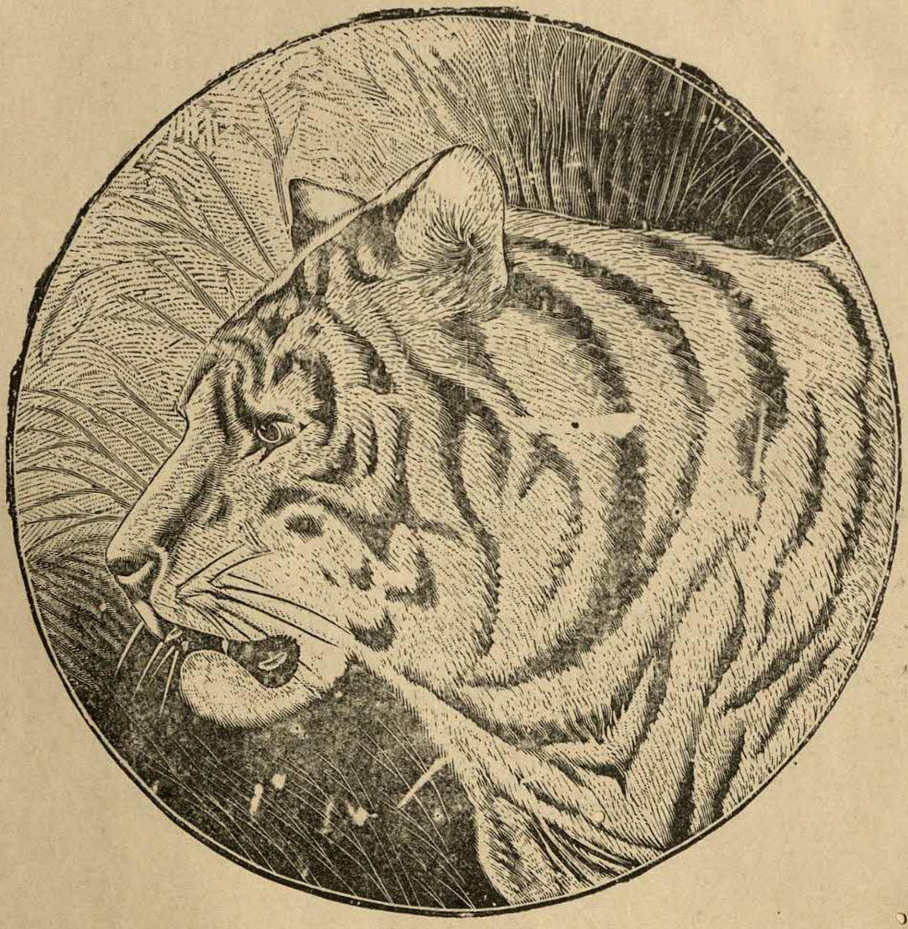

চক্ষু দিয়ে আগুন ছোটে,
নাইক ভয়ের লেশ ;
যার উপরে নজর পড়ে
দফাটি তার শেষ।

প্রার্থনা

ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া ল'বো,
জগতের কাজে জগতের মাঝে
আপনা ভুলিয়া র'বো।

ছোট তারা হাসে আকাশের গায়ে,
ছোট ফুল ফোটে গাছে ;
ছোট বটে, তবু তোমার জগতে
আমাদেরো কাজ আছে।

দাও তবে, প্রভু !
হেন শুভ মতি—
প্রাণে দাও নব আশা ;
জগত-মাঝারে
যেন সবাকারে
দিতে পারি ভালবাসা।

সুখে দুঃখে শোকে অপরের লাগি
যেন এ জীবন ধরি ;
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে
জনম সফল করি।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BAN'PU

মজার মুল্লুক

এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো !

আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল ;
ডাঙ্গায় চরে রুই কাত্‌লা
জলের মাঝে চিল !

সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেংটি-ইঁদুর দেখে ;
ছেলেরা খায় 'ক্যাষ্টর-অয়েল'
রসগোল্লা রেখে !

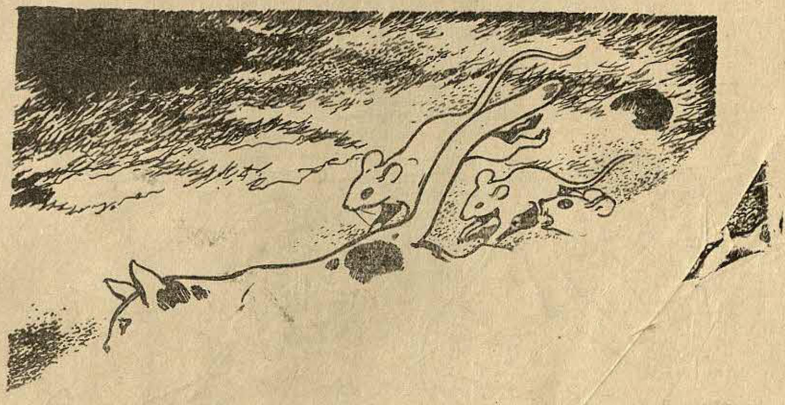

মণ্ডা-মিঠাই তেতো সেথা,
এমথ লাগে ভালো ;
দেখায়,

ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই,
উড়তে থাকে ছেলে ;
বঁড়্শী দিয়ে মানুষ গাঁথে,
মাছেরা ছিপ্ ফেলে !

জিলিপী সে তেড়ে এসে,
কামড় দিতে চায় ;
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধ'রে খায় !

পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে ,
ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা জাহাজ,
গাড়ী ছোটে জলে !

মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর ;
চোখ খুললে যায় না দেখা
মুদ্‌লে পরিষ্কার !

ছোট পাখী

ছোট পাখী, ছোট পাখী, এস মোর কাছে,
পরিপাটি খাঁচা এক তোমা' তরে আছে।
সুকোমল মখমল দিব শয্যা পেতে,
পাকা পাকা মিষ্ট ফল পাবে তুমি খেতে।

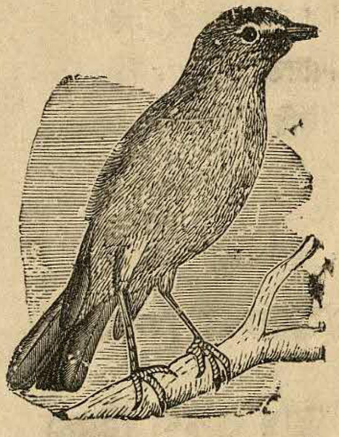

না ভাই, যাব না আমি তরু-লতা ছাড়ি,
সুন্দর কাননে মোর আছে ঘর-বাড়ী ;
উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি'
হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।

ছোট পাখী, ছোট পাখী, কোথা তুমি যাবে,
আকাশ কানন ভূমি যবে শীতে ছা'বে ?
কুয়াসা ঢাকিবে ধরা, কষ্ট পাবে ভাই,
আগে থেকে, ছোট পাখী, ডাকিতেছি তাই।

না ভাই, ডেকো না মোরে ; শীত ঋতু এলে,
অন্য দেশে যাব চলে তোমাদের ফেলে।
বসন্ত আসিলে ফিরে আসিব চলিয়া,
মাতাব সবারে পুন সঙ্গীত ঢালিয়া।

ছোট পাখী, ছোট পাখী, কে তোমারে ভাই
লয়ে যাবে দূর দেশে, বল শুনি তাই ;
সাগর-ভূধর-পারে একা যেতে আছে ?
তাই বলি, ছোট পাখী, এস মোর কাছে।

না, না ভাই, একা নহি, আছেন ঈশ্বর,
তাঁহার উপরে মোর সদাই নির্ভর ;
বায়ু-সম স্বাধীনতা দিয়াছেন মোরে,
সুখে গেয়ে ফিরি তাই দেশ-দেশান্তরে।

জগতের পিতা

জগতের পিতা তুমি করুণা নিধান,
হীনমতি শিশু মোরা দুর্ব্বল অজ্ঞান।

ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা ;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম গান !

সুখে দুঃখে চিরদিন যেন দয়াময়,
তোমাতে সুমতি থাকে, পাপ-পথে ভয় ;
এই আশীর্বাদ, প্রভু, করো সবে দান।

অসহায় সন্তানের সাথে সাথে থাকো
তোমার কার্য্যেতে সদা নিয়োজি
ধন্য হ'ক এই ক্ষুদ্র দেহ, মন